ঝিনাইদহে গ্রাম আদালত উৎসব অনুষ্ঠিত

জেলায় জেন্ডার সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রাম আদালত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলার পিছিয়ে পড়া নারী জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়।

রোববার (২৬ এপ্রিল) দুপুরে সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। কমিউনিটি বেতার সংস্থা ‘রেডিও ঝিনুক’ এ উৎসবের আয়োজন করে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায় উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

রেডিও ঝিনুকের স্টেশন ব্যবস্থাপক ইমন হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা গ্রাম আদালতের ব্যবস্থাপক মো. ওহিদুর রহমান, বেসরকারি সংস্থা সৃজনী ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপক মো. রহিদুর রহমান, পোড়াহাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. জাহাঙ্গীর হোসেন।

উৎসবে কুইজ প্রতিযোগিতা, সচেতনতামূলক বইয়ের স্টল, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, ভিডিও চিত্র প্রদর্শন সহ পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। এসময় বিভিন্ন এলাকার নারী, কিশোরী ও প্রান্তিক নারী সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

আয়োজকরা জানান, জেলার পিছিয়ে পড়া নারী জনগোষ্ঠীর জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও গ্রাম আদালতের সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করতেই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এ আয়োজনের মধ্যদিয়ে নারীরা তাদের অধিকার, গ্রাম আদালতে বিচারপ্রাপ্তি ও যাবতীয় সুবিধাদি সম্পর্কে সহজেই জানতে পারছেন।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রমে জনসচেতনতা বাড়াতে সমন্বয় সভা

মেহেরপুরে বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় গ্রাম আদালত কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার-প্রচারণা জোরদারের লক্ষ্যে স্থানীয় অংশীজনদের সঙ্গে এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীলের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, গ্রাম আদালতকে আরও কার্যকর ও জনবান্ধব করতে হলে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, গ্রাম আদালত সহজ, দ্রুত ও স্বল্প খরচে বিচারপ্রাপ্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যা সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বড় ভূমিকা রাখছে। এ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন, জেলা কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান, উপজেলা সমন্বয়কারী আলমগীর কবির শাকিলুজ্জামান, প্রোগ্রাম এন্ড ফাইনান্স এডমিন সাহাজুল ইসলাম এবং পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

সভায় গ্রাম আদালত কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত ও কার্যকর করতে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত বিষয়ে অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার-প্রচারণার অংশ হিসেবে অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসনের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক (ডিডিএলজি) পার্থ প্রতিম শীলের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান।

গ্রাম আদালত প্রকল্পের জেলা ব্যবস্থাপক আসাদুজ্জামানের সঞ্চালনায় অংশীজনদের মধ্যে বক্তব্য দেন জেলা তথ্য কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রতিদিন-এর সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশাররফ হোসেন, ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়ক মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক বলেন, গ্রাম এলাকার ছোট ছোট বিরোধ বা সমস্যাগুলো আদালত বা পুলিশের শরণাপন্ন না হয়ে ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। এজন্য সংশ্লিষ্টদের কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। যেসব ইউনিয়নে গ্রাম আদালতে মামলা কম হয়েছে, সেগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। সাধারণ মানুষ যাতে গ্রাম আদালতের সুফল সম্পর্কে জানতে পারে, সে জন্য প্রচারণা আরও বাড়াতে হবে।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রম সক্রিয়করণে সমন্বয় সভা

মেহেরপুরে বাংলাদেশ গ্রাম আদালত কার্যক্রম সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিচারিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুরের স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক মো: তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

প্রকল্পের জেলা ম্যানেজার আছাদুজ্জামান গ্রাম আদালত কার্যক্রম নিয়ে মেহেরপুরের তিন উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদের অগ্রগতির চিত্র তুলে উপস্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বিচারিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য অংশীজনদের ভূমিকার গুরত্ব তুলে ধরেন।

এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আশাদুল ইসলাম, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, পলাশীপাড়া সমাজকল্যান সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশাররফ হোসেন ।
বক্তারা বলেন, গ্রাম আদালত কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কাছে এখনো তথ্য পৌছায়নি। বিভিন্ন সেমিনার, মিটিং, লিফলেট এবং মাইকিংয়ের মাধ্যমে জহনসাধারণের মাছে প্রচারনা চালানোর আহবান জানান।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, প্রতিনিয়ত ছোট ছোট সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে আসেন। অথচ সেগুলো অনায়াসেই গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে গ্রাম আদালত কার্যক্রমকে গতিশীল করতে আপনারা যারা অংশীজন রয়েছেন তাদের বিষয়টিতে মনিটরিং করতে হবে।

ঝিনাইদহে গ্রাম আদালত বিষয়ে

সমন্বিত পরিকল্পনা বিষয়ক

কর্মশালা

গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অতি সহজে বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তির করতে ঝিনাইদহে সমন্বিত পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালার আয়োজন করে বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ ৩য় পর্যায় প্রকল্প।

এতে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ.বি.এম. খালিদ হোসেন সিদ্দিকী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুর রহমানসহ জেলার বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি ও সংবাদ কর্মীরা অংশ নেয়।

কর্মশালায় গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে আরও গতিশীল করতে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের প্রশিক্ষণ, প্রচারমূলক কার্যক্রম জোরদার ও জনগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত

ব্যবস্থা সক্রিয়করণ বিষয়ক

মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত ব্যবস্থা সক্রিয়করণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে সাড়ে ৪ টার দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের আয়োজন আদালত ভবনের সম্মেলনের কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এস এম নাসিম রেজা।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা মূলত জনগণের উপকারের জন্যই কাজ করি, সে যেভাবেই হোক না কেন। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন। এজন্য কেউ চেয়ারম্যান হোক বা ওসি, আমাদের উদ্দেশ্য একটাই জনগণের উপকার। পদ্ধতিগতভাবে ভিন্নতা থাকতে পারে, তবে লক্ষ্য একই।

গ্রাম নিয়েই আমাদের বাংলাদেশ। আমাদের মেহেরপুর জেলায় ২৫৯টি গ্রাম রয়েছে। এই গ্রামগুলোতে যদি আমরা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে চালাতে পারি, তাহলে দেখবেন এখানকার মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ তহিদুল ইসলাম, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোঃ নূর নবী, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ জামিনুর রহমান খান, সিনিয়র সহকারী জজ মোঃ মাসুদ রানা, ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ এবং এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট তাজুল ইসলাম, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ-২য় সত্যব্রত শিকদার, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জাহিদুর রহমান প্রমুখ।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মেহেরপুর সদর উপজেলায় গ্রাম আদালত বিষয়ক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মোজবাহ উদ্দীন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক (অ.দা.) নাসিমা খাতুন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আনিসুর রহমান এবং গ্রাম আদালত প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর জেলা ম্যানেজার আসাদুজ্জামান।

কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন গ্রাম আদালত প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর উপজেলা সমন্বয়কারী আলমগীর কবির।

প্রশিক্ষণে ০১ নম্বর কুতুবপুর ও ০৬ নম্বর শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। এতে গ্রাম আদালতের গঠন, এখতিয়ার (ধারা ৬), ক্ষমতা (ধারা ৭), ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিচারযোগ্যতা (ধারা ৩), আদালত গঠনের আবেদন, সমন জারি, শুনানি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এছাড়াও ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তবধর্মী ধারণা প্রদান করা হয়।

আয়োজকদের আশা, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে আরও সচেতন ও দক্ষ হয়ে উঠবেন।